দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

রাজশাহীতে প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হাজার হাজার শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি

রেজাউল করিম রাজু ঃ শিক্ষানগরী রাজশাহীতে প্রথমপর্বের ভর্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে। প্রথমদফায় হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারেনি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ভর্তি নিয়ে অভিযোগের পাল্লাও কম ভারী নয়। অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, কারচুপি ও অনিয়মের। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ। দু'সপ্তাহ ধরে চলে এ ভর্তিযুদ্ধ। তিন হাজার দু'শ পঞ্চাশ আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়ে প্রায় তেইশ হাজার। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী আর অভিভাবকদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল রাজশাহী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পাশাপাশি ভর্তিযুদ্ধ চলে নগরীর স্কুলগুলোয়। সাড়ে পাঁচশ' আসনের বিপরীতে আবেদন ছিল দশ হাজারেরও বেশী। বেশীর ভাগ আসন ছিল প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীতে।

নগরীর ৫টি সরকারী স্কুলজুড়ে ছিল ভর্তিযুদ্ধ। হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে বিপাকে পড়ে সবাই। যারা ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছে তারা খুশি হলেও যারা পায়নি তারা ছিল হতাশ। অভিভাবকরা ছিল উদ্বিগ্ন। তাদের ছেলে-মেয়েদের কোথায় ভর্তি করবেন? এ নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। রয়েছেন টেনশনে। ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম হয়েছে, কারচুপি করেছে- এমনি নানান অভিযোগ উঠেছে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে। বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকারা রয়েছেন চরম চাপে। যত ঝড় সবই তাদের সামলাতে হচ্ছে। অভিভাবকদের অভিযোগ আর বিভিন্ন মহলের চাপে তাদের অবস্থা কাহিল। বিভাগীয় নগরী রাজশাহীতে মেয়েদের দু'টি আর ছেলেদের তিনটি সরকারী স্কুল রয়েছে। এ সবই স্বাধীনতার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। বিগত তিন দশকে একটি সরকারী স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিভাগীয় নগরী রাজশাহীতে। অথচ নাগরিকসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দশগুণ।

মেয়েদের স্কুল বলতে পিএনও হেলেনাবাদ। মেয়েদের ভর্তির জন্য যত চাপ এ বিদ্যালয় দু'টিতে। বিদ্যালয় দু'টি গতবারের চেয়ে এবার আসন কমিয়েছে। ফলে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন অভিভাবকরা। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, শুধু ভর্তি করলে চলবে না। তাদের বসার জায়গা দিতে হবে। পাঠদান করতে হবে। তাই আসন কমানো ছাড়া পথ নেই। ছেলেদের স্কুল হলো কলেজিয়েট, ল্যাবরেটরী ও শিরইল হাই স্কুল। কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম-কারচুপির অভিযোগ উঠেছে একটি কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের ছাত্র ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ পাওয়াকে কেন্দ্র করে। আসনবিন্যাসসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ অভিভাবকদের। ল্যাবরেটরী বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে অভিভাবকদের। সেখানে ফলাফল কারচুপি করা হয়েছে। টাকার বিনিময়ে পাস করানো হয়েছে এমনি নানা অভিযোগ। স্কুল পরিচালনা পরিষদের সভাপতির নিকট অভিভাবকরা নালিশ জানিয়েছেন। অভিভাবকদের কথা, পরীক্ষার খাতা পুনঃ যাচাই করলে অনেক ঘাপলা বেরিয়ে আসবে। বিদ্যালয় দু'টির প্রধান শিক্ষকরা তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয় বলে জানান। তাদের ভাষায়, যাদের ছেলেমেয়েরা ভর্তির সুযোগ পায়নি তারাই ক্ষুব্ধ হয়ে এ রকম অনেক অভিযোগ করছেন। তবে একটি বিশেষ কোচিং সেন্টারকে ঘিরে বইছে আলোচনার ঝড়। হেলেনাবাদ, শিরইল স্কুলকে নিয়েও রয়েছে অভিযোগ।

সরকারী স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিভাবকরা ছুটছেন বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বিআইটি স্কুল বাদে অন্যগুলোয় ভর্তি সহজ। অনেকে ইচ্ছামতো ভর্তি করে চলেছে। ধারণক্ষমতা থাক বা না থাক ভর্তি করেই চলেছে। অভিভাবকরাও বাধ্য হয়ে ভর্তি করছে। হতাশ অভিভাবকদের বক্তব্য যেখানেই ভর্তি করি না কেন ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট ও কোচিং করাতেই হবে। একটা স্কুলে নাম থাকতে হবে তাই ভর্তি করা। নগরীতে যে কয়টি বেসরকারী স্কুল রয়েছে সেগুলোর লেখাপড়ার পরিবেশ তেমন একটা ভাল নয়। ফলে লেখাপড়ার মান ক্রমশঃ নীচের দিকে নামছে।